গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রণালয়
প্রাথমিকশিক্ষাঅধিদপ্তর

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেজনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণেরসংক্ষিপ্তবিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	শ্রীনগর		
২। জেলাঃ	মুন্সীগঞ্জ		
৩। মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	112	৪। মোটক্লাস্টারসংখ্যাঃ	05
৫। মোটছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	24247	৬। মোটশিক্ষকসংখ্যাঃ	620
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ	02/03/2022		
৪। কোভিড কালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	112		
9। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ	মোঃ আব্দুল মতিন		
১0। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ	ueosreen@gmail.com		
১1। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ	01712519561		

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালু করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয়প্রস্তুতকরণবিষয়কতথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীতকার্যক্রম
১.0	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে; • বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; • শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে; সুরক্ষা সামগ্রী (ইনফারেড ফার্মোমিটার, অক্সিমিটার, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, ব্লিচিং পাউডার সরবরাহ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বসা/অবস্থান চিহ্নিত করে ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।
২.0	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	সপ্রাবি এর সংখ্যা (সংশ্লিষ্টউপজেলা/থানা) 112 টি সপ্রাবিতে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সাবানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্যানিটেশন ব্যবস্থা পৃথক হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা পরিদশন ***রেজিষ্টার ব্যবহার হচ্ছে।***
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	• রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে; • প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষাঅফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে; • স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে জরুরী স্বাস্থ্য সেবা নাম্বার টাঙ্গানো হয়েছে।
৪.০	বিদ্যালয়কর্তৃকগৃহীতঅবহিতকরণ ও	• কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে;

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীতকার্যক্রম
	প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগলমিট/জুমমিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি)	• সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন অংশীজন; • সভারসংখ্যা: 494 • সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইস টু ফেইস, গুগলমিট, জুমমিটি, কল/মেসেঞ্জারইত্যাদি গুগুলমিটে ব্লকভিত্তিক (ইউনিয়ন ওয়ারী) বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরবর্তী বিদ্যালয়ভিত্তিক Online Class পরিচালনা করা হয়েছে।
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থবরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	• বরাদ্দকৃতঅর্থ: Slip অর্থে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় ও USAID সংস্থা হতে সাবান, ব্লিচিং, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক (শিক্ষক/শিক্ষার্থী) সরবরাহ। • অর্থেরউৎস: রাজস্ব ও পিইডিপি ৪, প্রাথমিকশিক্ষাঅধিদপ্তর

খ. বিদ্যালয়কার্যক্রমচলাকালীনতথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীতকার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সপ্রাবিএরসংখ্যা (সংশ্লিষ্টউপজেলা/থানা) 112
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	সপ্রাবিএরসংখ্যা (সংশ্লিষ্টউপজেলা/থানা) 07 জন 7 টি সপ্রাবি
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	সপ্রাবিএরসংখ্যা (সংশ্লিষ্টউপজেলা/থানা) তথ্য পাওয়া যায়নি।
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সার সংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• সারিবদ্ধ ভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে; • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে; • কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিক আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেফারেল ফরম ব্যবহার হয়েছে। অক্সিমিটার ব্যবহার হয়েছে। অভিভাবকদের সাথে সাবক্ষণিক যোগাযোগ করা হয়েছে।
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোনদিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফট ভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে • স্বাস্থ্য বিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে On/Off লাইনে পাঠের অগ্রগতি মনিটরিং হয়েছে। No মাস্ক No Service বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অনাকাংখিত খাবার গ্রহণ/পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কঠোর সতকতা অবলম্বন করা হয়েছে। শ্রেণিতে মূল্যায়ন ব্যবস্থা ও রেকড সংরক্ষণ করা হয়েছে। Worksheet বিতরণ ও অভিভাবকের নিকট ফলাবতন দেয়া হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রণালয়
প্রাথমিকশিক্ষাঅধিদপ্তর

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীতকার্যক্রম
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃগুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরি হোম ভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	• গুগলমিটে/হোয়াটসএপে/ফেসবুক লাইভে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে; • সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; • হোম ভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। Online অভিভাবক সভা, মসজিদে মাইকিং করে সচেতনতা প্রচারনা করা হয়েছে। ঘরে বসে শিখি সময়সূচী অবহিতকরণ এবং বাসায় গিয়ে বিটিভি টিউনিং করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শিক্ষকদের ব্লকভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান করে শিক্ষার্থীদের মনিটরিং, জবাবদিহিতা আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যেসব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	• বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা • উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা • সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের এক ধরণের ভীতি; • স্বাস্থ্যবিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি; বিদ্যালয় অবকাঠামো ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী ব্যবহার অনুপযোগী ছিল। শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা ও অন্যত্র গমন করেছে। বিদ্যালয়ের ড্রেস ছোট হয়ে গেছে। শিক্ষার্থী পড়াশোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। পরস্পর অপিরিচিত হয়ে পড়ে।
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সারসংক্ষেপঃ	• অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে; • স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে; • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে; দপ্তরী/নিরাপত্তা কর্মীদের দিয়ে বিদ্যালয় ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে। SLIP অথ দিয়ে নষ্ট ইলেকট্রনিক সামগ্রী সচল করা হয়েছে। শিক্ষার্থী উদ্দীপনা দিয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসএমসি সক্রিয় করা হয়েছে।

সার্বিক মন্তব্য:

মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন শ্রীনগর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কোভিড-19 পরিস্থিতিতে শিক্ষক, কমকতা খুবই আন্তরিক ছিল। সরকারি প্রতিটি নির্দেশনা আন্তরিকতার সাথে শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কোভড-19 চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অত্র উপজেলার বিভাগীয় কমকতা-কমচারী সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি।

২২/৬/২০২১

উপজেলা/থানাশিক্ষা অফিসারের
স্বাক্ষর ও সিল

মোঃ আব্দুল [illegible]
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
শ্রীনগর,মুন্সীগঞ্জ।